সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২২৯
WEEKLY BOOKLET:229

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত
"গীবত কি তাবাহকারীয়া" কিতাবের একটি অংশ।

দু'টি ছেঁড়া কাপড় পরিহিত ব্যক্তি

কিয়ামতের দিন ইট ও সুতার দাবী

অন্ধ ব্যক্তিকে ৪০ কদম নিয়ে যাওয়ার ফযীলত

আক্রমণকারীর সাথে আশ্চর্যজনক সদাচরণ

রহস্যময় হাবশী

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু "গীবত কে তাবাকারিয়াঁ" এর ৩৩৫ থেকে ৩৫৫ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

দু'টি ছেঁড়া কাপড় পরিহিত ব্যক্তি

আত্তারের দোয়া: হে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **প্রতিপালক**! যে ব্যক্তি এই **"দু'টি ছেঁড়া কাপড় পরিহিত ব্যক্তি"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে সর্বদা নেকী করা, নেকী করানো, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং অপরকে বাঁচানোর সৌভাগ্য দান করে বিনা হিসাবে মাগফিরাত দ্বারা ধন্য করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুমার দিন দরূদ শরীফ পাঠ করবে কিয়ামতের দিন আমি তার শাফায়াত করবো। **(জমউল জাওয়ামে লিস সুয়ুতী, ৭/১৯৯, হাদীস ২২৩৫২)**

(২৩) একবার করা গীবতের কারণে বেহুঁশ হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা দাউদ তাঈ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এক জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় বেহুঁশ হয়ে গেলেন। হুঁশ ফিরে আসলে লোকেরা বেহুঁশ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলো, তিনি বললেন: এখানে পৌঁছতেই আমার মনে পড়লো যে, এই জায়গায় আমি এক ব্যক্তির গীবত করেছিলাম। অতএব আমার **আল্লাহ পাকের** পাকড়াও এবং আখিরাতের হিসাবের কথা স্মরণে এসে গেলো, এই ভয়ে আমি বেহুঁশ হয়ে গেলাম। **(নুযহাতুল মাজালিস, ১/১৯৯)**

www.dawateislami.net

কিয়ামতের দিন ইট ও সুতার দাবী

হে আশিকানে আউলিয়া! আমাদের বুযুর্গগণের খোদা ভীতির প্রতি মারহাবা! কোন গুনাহ থেকে লক্ষবার তাওবা করলো কিন্তু ভয়-ভীতি দূর হয় না, অনুশোচনা শেষ হয় না, অপরদিকে আমরা, গুনাহ করার পর হাসতে হাসতে নিজের দুই গালে পালাক্রমে হাত লাগিয়ে মনকে শান্তনা দিয়ে থাকি যে, আমরা গুনাহ থেকে পূতঃপবিত্র হয়ে গেছি, অতঃপর এই গুনাহকে নিজেদের খেয়ালের পর্দা থেকে ভূলের ন্যায় মুছে দিই এবং নিজেদের রং তামাশায় বিভোর হয়ে যাই! হায়! কিয়ামতের হিসাব! **আল্লাহ**র শপথ! বিশেষত বান্দার হকের ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর। যেমনটি হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কিয়ামতের দিন নিজের হক আদায় করার জন্য একে অপরের হাত ধরে নিবে, সেই অপরজন বলবে: আমি তোমাকে চিনি না, তুমি কে? প্রথমজন বলবে: তুমি আমার দেয়াল থেকে ইট নিয়ে গিয়েছিলে আর তুমি তো আমার কাপড়ের সুতা বের করে নিয়েছিলে? (এই কারণে আমি তোমার কাছে আমার হক পরিশোধের দাবী করছি) **(ইহইয়াউল উলূম, ৫/৯৯)**

চল্লিশ বছর যাবত কান্না করেছি

এই কারণেই আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن মানুষের দৃষ্টিতে খুবই নগন্য মনে হওয়া হকের ব্যাপারেও খুবই ভয় করতেন। হযরত সায়্যিদুনা কাহমাচ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একটি গুনাহের লজ্জার কারণে চল্লিশ বছর পর্যন্ত কান্না করেছি। কেউ জিজ্ঞাসা করলো: জনাব! সেই গুনাহটি কি? বললেন: একবার মেহমানের জন্য মাছ রান্না করেছিলাম, অতঃপর তা খাওয়ার পর হাত ধোয়ার জন্য আমি আমার এক

www.dawateislami.net

প্রতিবেশীর ঘরের দেয়াল থেকে তার অনুমতি না নিয়ে মাটির টুকরো নিয়েছিলাম। (রিসালায়ে কুশাইরিয়া, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

বড়ি কৌশিশে কি গুনাহ ছোড়নে কি রহে আহ! না কাম হাম ইয়া ইলাহী
জমিন বোঝ সে মেরে ফাটতি নিহি হে ইয়ে তেরা হি তো হে করম ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৪) গীবতকারীর সম্মান কমে যায়

একজন জ্ঞানী লোকের সামনে তার পরিচিত এক লোক জনৈক মুসলমানের গীবত করলো, তখন সেই জ্ঞানী লোকটি বললো: হে ব্যক্তি! প্রথমে আমার অন্তর অবসর ছিলো, এখন তুমি তার গীবত করে আমার অন্তরকে সে মুসলমানের দোষ ত্রুটি সম্পর্কে কুমন্ত্রণা ও ঘৃণায় লিপ্ত করে দিয়েছো আর সেই মুসলমানকে আমার দৃষ্টিতে হেয় করতে চেয়েছো আর এভাবে তুমিও আমার কাছে "নোংরা" হয়ে গেলে, (কেননা আমি মনে করতান যে, তুমি আমিন (অর্থাৎ আমানতদার) আর ব্যাপারাদী গোপন করো, আর যখন তুমি তার দোষ-ত্রুটি ফাঁস করে দিলে, তখন আমি বুঝে গেলাম যে, তুমি বিশ্বস্ত নও, তোমার অন্তরে কোন কথা গোপন থাকে না।) (তামবিহুল গাফেলিন, ৯২ পৃষ্ঠা)

(২৫) অতীতের স্মৃতিচারণ..... দু'জন অন্ধ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃতপক্ষে গীবতকারী নিজেই কলুষিত ও অপদস্থ হয়ে থাকে। মানুষ গীবতকারীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চায়, ঘৃণা করে এবং নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। নিজের শৈশবকালের অস্পষ্ট স্মৃতিগুলো থেকে দু'জন অন্ধ ব্যক্তির আলোচনা করছি। একজন অন্ধ

www.dawateislami.net

ছিলো পূর্ণ দাঁড়িবিশিষ্ট, কুরআনে পাকের অনেক ভাল হাফিয ও ধর্মনিষ্ট ব্যক্তি ছিলো, কিন্তু বেশী কথা বলতো ও বেশী গীবত করতো, কাউকেও রেহাই দিতো না, আমি (অর্থাৎ সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ) তার কাছ থেকে দূরে থাকতাম। অপর অন্ধটি ছিলো দাঁড়ি মুন্ডনকারী বা খসখসে দাঁড়ির সাধারন ব্যক্তি, তার গুণ ছিলো যে, সে ছিলো একেবারে চুপচাপ স্বভাবের, তার নামও আমার জানা নেই, আমি কখনো তার মুখে কারো গীবত শুনিনি, নামাযের পর আমার অনেকবার তাকে লাঠি ধরে তার ঘরে পৌঁছে দেয়ার সুযোগ হয়েছিলো। অন্ধ ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ফযীলতও শ্রবণ করুন।

অন্ধ ব্যক্তিকে ৪০ কদম নিয়ে যাওয়ার ফযীলত

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ২৪৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'বেহেশত কি কুঞ্জিয়া'** এর ২২৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি কোন অন্ধ লোককে তার হাত ধরে ৪০ কদম নিয়ে যাবে, তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (তারিখে মদীনা, ৪৮/৩)

অন্ধ ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি

অপর এক বর্ণনা লক্ষ্য করুন, যেমনটি! হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন অন্ধ ব্যক্তিকে হাত ধরে এক মাইল নিয়ে যাবে, তবে এই মাইলের প্রতিগজের পরিবর্তে একজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব পাবে। যখন তোমরা অন্ধ ব্যক্তিকে নিয়ে যাবে, তখন তার বাম হাত তোমাদের ডান হাত দ্বারা ধরো, কেননা এটাও সদকা।

(ফেরদৌসুল আখবার, ৫/৩৫০, হাদীস ৮৩৯৭)

www.dawateislami.net

গোলাম আযাদ করার ফযীলত

হে আশিকানে রাসূল! **আল্লাহ পাকের** দয়ার প্রতি উৎসর্গিত হয়ে যান যে, **তিনি** আমাদের জন্য সাওয়াব অর্জন করা কতইনা সহজ করে দিয়েছেন। গোলাম আযাদ করাতে কি সাওয়াব পাওয়া যায়, সে ব্যাপারে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে, **আল্লাহ পাক** ইচ্ছা করলে তবে তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা অন্ধ ব্যক্তির হাত ধরে নিয়ে যাওয়াতে ঐসকল সাওয়াব দান করবেন। অনুপ্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি হাদীসে মুবারাকা বর্ণনা করছি, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি মুসলমান গোলামকে আযাদ করবে, তার (গোলামের) প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে **আল্লাহ পাক** তার (আযাদকারীর) প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন।" হযরত সাঈদ বিন মারজানা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: আমি যখন হযরত জয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এর মহান খেদমতে এই হাদীসে পাক শুনালাম তখন তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তাঁর এমন একজন গোলামকে আযাদ করে দিলেন, যা হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا দশ হাজার দিরহাম মূল্য নির্ধারন করেছিলেন! (বুখারী, ২/১৫০, হাদীস ২৫১৭)

কুছ এ্যয়সা করদে মেরে কিরদিগার আঁখো মে হামেশা নকশ রহে রূয়ে ইয়ার আঁখো মে
না কিসে ইয়ে গুল ওয় গুনছে হো খার আঁখো মে বসে হুয়ে মদীনে কে খার আঁখো মে

(সামানে বখশীশ, ১৪৫ পৃষ্ঠা)

(২৬) মাদানী চ্যানেলের বরকতে গীবত বর্জন

হায়দারাবাদের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এমন: আমার পরিবারের সদস্যরা আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র শতভাগ ইসলামী চ্যানেল অর্থাৎ সুন্নাতে ভরা মাদানী চ্যানেলে **"গীবতের**

www.dawateislami.net

ধ্বংসলীলা" বিষয়ের উপর প্রদত্ত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র একজন মুবাল্লিগের বয়ান শুনলো, যাতে তিনি সমাজে প্রচলিত গীবতের শব্দাবলীর উপর আলোকপাত করেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই বয়ান শুনে গীবত থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা অর্জিত হলো। একবার আমি ঘরে বলেছিলাম যে, "ছোট ভাই অমুক জিনিসটা নিয়ে এখনো ফিরে আসেনি, সে খুবই অলস।" তখন আমার সম্মানিতা আম্মাজান সাথে সাথে আমাকে সতর্ক করে দিলেন যে, এটাতো তুমি তার গীবত করলে, কেননা তুমি তাকে 'খুবই অলস' বলে তার সমালোচনা করেছো! অতএব আমি সাথেসাথেই তাওবা করে নিলাম। এখন আমার পরিবারের সদস্যদের অবস্থা এমন যে, কথায় কথায় একে অপরকে সংশোধন করছে যে, এখনই যে কথা হয়েছে বা অমুক কথাটি গীবত হয়ে গেলো না তো!

গুনাহো সে মুঝকো বাচা ইয়া ইলাহী বুরে আ'দতে ভি ছুড়া ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! اَسْتَغْفِرُ اللّٰه

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৭) "সে লাশের মতো শুয়ে আছে" বলা

হযরত সায়্যিদুনা শেখ সা'দী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: আমি খুবই অল্প বয়স থেকে রাত জেগে ইবাদত করতাম। একবার শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের সাথে সারারাত ইবাদত ও কুরআন তিলাওয়াতে রত ছিলাম। আমাদের পাশে কিছু মানুষ আরামে ঘুমাচ্ছিলো। আমি শ্রদ্ধেয় আব্বাজানকে

www.dawateislami.net

বললাম: তাদের মধ্যে এমন একজনও কি নেই যে, ঘুম থেকে উঠে দুই রাকাত (তাহাজ্জুদের) নফল নামায পড়ার, তারা তো লাশের মতো শুয়ে আছে! আব্বাজান বললেন: বৎস! তুমি ইবাদত করার পরিবর্তে সারারাত ঘুমিয়ে থাকাটাই উত্তম ছিলো, কেননা তুমি জেগে থেকে গীবতের গুনাহে জড়িয়ে গেছো। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৯/৮৯)

নফল কাজের ব্যাপারে গীবতের ১৪টি উদাহরণ

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনা থেকে জানা গেলো, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নফল ইবাদত থেকে উদাসিন হয়ে সারারাত ঘুমিয়ে থাকা তার জন্য উত্তম, যে সারারাত ইবাদত তো করে কিন্তু গীবতের গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য নফল ইবাদত করা নিঃসন্দেহে সাওয়াবের কাজ কিন্তু গীবতকারী আযাবের হকদার হবে। এই বর্ণনাটিতে ঐ সকল লোকের জন্য শিক্ষার অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে, যারা শরীয়তের বিনা প্রয়োজনে এভাবে গীবত করে থাকে, যেমন; ✯ অমুক ইশরাক চাশতের নামায পড়ে না ✯ তাকে অনেকবার ডেকেছি কিন্তু ফজর (বা তাহাজ্জুদ) এর জন্য উঠেনি, ব্যস ✯ সে লাশের মত ঘুমিয়ে ছিলো ✯ জামাআত সহকারে নামায পড়ে না ✯ সোমবার শরীফের রোযা রাখে না ✯ যখনই ইজতিমার দাওয়াত দেয়া হয় "নানারকম চলনার আশ্রয় নেয়" ✯ "নেক আমল" এর উপর আমল করার ক্ষেত্রে অলস ✯ ইজতিমায় দেরীতে আসে ✯ বাইরে স্টলে ঘুরাফেরা করে ✯ হোটেলে বসে থাকে ✯ বন্ধুদের সাথে বসে কথা বলে থাকে ✯ মাদানী মাশওয়ারায় সর্বদা দেরীতে আসে ✯ কখনোই মাদানী কাফেলায় সফর করে না আর ✯ বুঝালেও মিথ্যা বাহানা করতে থাকে।

www.dawateislami.net

(২৮) অন্যায়কারীর সাথে ভাল আচরণ করার অনন্য ঘটনা

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা সুলতানুল মাশায়িখ খাজা মাহবুবে ইলাহী নিজাম উদ্দীন আউলিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অনেক গীবত করতো ও তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ রটাতো। এরপরও তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রতিদিন কিছু না কিছু পাঠিয়ে দিতেন, দীর্ঘদিন যাবৎ এমনটি চলতে থাকে। একদিন তার স্ত্রী লজ্জা দিয়ে বললো: উচিত তো ছিলো যে, নুন খাও যার গুণ গাও তার, কিন্তু এটা কোন ধরনের ইনসাফ, যার খাও তার সমালোচনা করো! আপনি একজন অদ্ভূত লোক, এমন এক বুযুর্গের পেছনে লেগে রয়েছেন, যিনি না চাইতেও আপনার সন্তানদের লালন পালন করে আসছেন! স্ত্রীর কথা শুনে সে লজ্জিত হলো, গীবত ও অপবাদ থেকে বিরত রইলো। সেদিন থেকেই হযরত সায়্যিদুনা খাজা নিজাম উদ্দীন আউলিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও তার নিকট খরচ দেয়া বন্ধ করে দিলেন। সে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: জনাব! এতে হিকমত কি? যতদিন পর্যন্ত আপনার ব্যাপারে সমালোচনায় ব্যস্ত ছিলাম, আমার প্রতি অনুগ্রহ ও দয়ার বর্ষন হতে থাকে কিন্তু যখনই সমালোচনা করা থেকে বিরত হয়ে গেলাম, দান ও অনুগ্রহ বন্ধ হয়ে গেলো! তিনি বললেন: যতদিন তুমি আমার সমালোচনায় লিপ্ত ছিলে, ততদিন আমি তোমার পক্ষ থেকে নেকী পেতাম এবং গুনাহ মুছে যেতো, সেই দিনগুলোতে তুমি আমার মজুরই ছিলে অতএব আমি তোমাকে নেকী প্রদান ও গুনাহ মোছনের পারিশ্রমিক দিতাম, এখন যেহেতু তুমি এই কাজ ছেড়ে দিলে, তো আমি আমার পারিশ্রমিক কেন

www.dawateislami.net

প্রদান করবো! (সবয়ে সানাবিল, ৫৯ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর ওসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গুনাহ্ গার হো মে লায়িকে জাহান্নাম হো করম সে বখশ দে মুঝকো না দে সাযা ইয়া রব
বুরায়িয়োঁ পে প'শিমা হো রহম ফরমা দেয় হে তেরে কহর পে হাভী তেরি আতা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

ইটের জবাব অমূল্য মুক্তা দ্বারা

হে আশিকানে আউলিয়া! হযরত সায়্যিদুনা সুলতানুল মাশায়িখ খাজা মাহবুবে ইলাহী নিজামউদ্দীন আউলিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উল্লেখিত ঘটনায় এ মাদানী ফুলটিও খুবই সুবাসিত যে, **আল্লাহ** ওয়ালাগণ ইটের জবাব পাথর দ্বারা নয়, বরং "অমূল্য মুক্তা" দ্বারাই দিয়ে থাকেন! **আল্লাহ** ওয়ালাগণ মন্দকে মন্দ দ্বারা নয়, উত্তম আচরণ দ্বারাই দিয়ে থাকেন এবং তাঁরা এরূপ কেনইবা করবেন না, ২৪তম পারা সূরা হা'মীম সিজদার ৩৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَبَیْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ ﴿۳۴﴾

(পারা ২৪, সূরা হা'মীম সিজদা, আয়াত ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে শ্রোতা! মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করো! তখনই ওই ব্যক্তি, যে তোমার মধ্যেও তার মধ্যে শত্রুতা ছিলো, এমন হয়ে যাবে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

উত্তম আচরনের সুফল

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"খাযায়িনুল ইরফান শরীফে"** মন্দকে ভালো কাজ দ্বারা প্রতিহত করার পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন: যেমন; রাগকে ধৈর্য

www.dawateislami.net

দ্বারা, মূর্খতাকে সহিষ্ণুতা দ্বারা, অসদাচরণকে ক্ষমা (ও মার্জনা) দ্বারা করা, যদি কেউ তোমার সাথে অসদাচরণ করে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। এই স্বভাবের ফলে তোমার শত্রুও তোমাকে বন্ধুর মতো ভালবাসবে।

শানে নুযুল: বলা হচ্ছে; এই আয়াতটি আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, কেননা তার প্রবল শত্রুতার পরও **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার প্রতি উত্তম আচরণ করেছেন, তার কন্যাকে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা প্রদান করেন, এর ফলে হলো যে, তিনি একনিষ্ঠ ভালবাসা পোষণকারী ও তাঁর প্রতি নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিতে পরিণত হন।

(খাযায়িনুল ইরফান, ৮৬৩ পৃষ্ঠা)

(২৯) আক্রমণকারীর সাথে আশ্চর্যজনক সদাচরণ

মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করা সম্পর্কিত একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করুন। যেমনটি এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা শেখ নাসিরুদ্দীন মাহমুদ বিন ইউসূফ রশিদ আওদাহি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আস্তানা শরীফে (দিল্লী) প্রবেশ করে ১৫ বা ১৭ বার ছুরিকাঘাত করে তাঁকে মারাত্মকভাবে আহত করলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে আক্রমণকারীকে বললেন: দ্রুত ভেতরের রুমে লুকিয়ে যাও, অন্যথায় লোকেরা চলে এলে তোমাকে জীবিত ছাড়বে না, সে লুকিয়ে গেলো। লোকেরা অনেক খোজাখুঁজি করলো কিন্তু আক্রমনের কোন সুত্র পেল না, অর্ধরাতে সুযোগ পেয়ে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আক্রমণকারীকে সেখান থেকে বিদায় দিলেন। (সবয়ে সানাবিল, ৬৪ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর ওসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

سُبْحٰنَ الله! **আল্লাহ**র অলিদের কী অপরূপ মহত্বপূর্ণ শান! তাঁরা নিজেদের ক্ষতিকারী বরং জীবন নাশকারীদের সাথেও সদাচরণ করতেন, কেউ সত্যই বলেছেন:

বদি রা'বদি সাহাল বা শাদ জযা আগর মারদি আহসানে ইলা মান আসা

(অর্থাৎ মন্দের জবাব মন্দ দ্বারা দেয়া তো সহজ, যদি তুমি পুরুষ হও, তবে অনিষ্টকারীর সাথেও ভাল আচরণ করো)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩০) দু'টি ছেঁড়া কাপড় পরিহিত ব্যক্তি

আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৪১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'উয়ুনুল হিকায়াত'** দ্বিতীয় খন্ডের ১৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম আজুরি কবির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শীতের দিন ছিলো, আমি মসজিদের দরজায় বসে ছিলাম, আমার পাশ দিয়ে একজন লোক গমন করলো, যে দু'টি ছেঁড়া কাপড় পরিহিত ছিলো। আমি মনে মনে বললাম: হয়তো সে ভিক্ষুক হবে, কতইনা ভালো হতো, যদি সে নিজ হাতে উপার্জন করে খেতো। যখন আমি ঘুমালাম, তখন স্বপ্নে দু'জন ফিরিশতা এলো, আমাকে বাহু ধরে সেই মসজিদে নিয়ে গেলো। সেখানে এক ব্যক্তি দু'টি ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে, যখন তার মুখ থেকে চাদর সরানো হলো তখন আমি তা দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে, এইতো সেই ব্যক্তি, যে আমার পাশ দিয়ে গমন করেছিলো! ফিরিশতারা আমাকে বললো: "তার মাংস ভক্ষণ করো।" আমি বললাম: আমিতো তার তো কোন গীবত করিনি। বললো: "কেন নয়! তুমি তো মনে মনে তার গীবত করেছো, তাকে নিকৃষ্ট মনে

www.dawateislami.net

করেছো এবং তার প্রতি বিরক্তভাব প্রকাশ করেছো।" হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম আজুরি কবির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অতঃপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো, ভয়ে আমার শরীরে কম্পন সৃষ্টি হলো, আমি লাগাতার ৩০ দিন পর্যন্ত সেই মসজিদের দরজায় বসে ছিলাম, শুধু ফরয নামাযের জন্য সেখান থেকে উঠতাম। আমি দোয়া করতাম: আরেকবার যেনো লোকটিকে আমি দেখতে পাই, যাতে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারি। একমাস পর সেই রহস্যময় লোকটিকে আমি দেখলাম, আগের মতো তাঁর শরীরে দু'টি ছেঁড়া কাপড় ছিলো। আমি দ্রুত তাঁর দিকে দৌড়ে গেলাম, আমাকে দেখে সে দ্রুত হাটতে লাগলো, আমিও তার পিছু নিলাম। অবশেষে আমি তাঁকে ডাক দিয়ে বললাম: "হে **আল্লাহ**র বান্দা! আমি আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।" তিনি বললেন: হে ইব্রাহীম! তুমিও কি সেই লোকদের অন্তর্ভূক্ত, যারা মনে মনে মুমিনের গীবত করে থাকে? তাঁর মুখ থেকে আমার ব্যাপারে অদৃশ্যের কথা শুনে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। যখন হুঁশ এলো, তখন সেই লোকটি আমার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। তিনি বললেন: আর কখনো এরূপ কাজ করবে? আমি বললাম: "না, আর কখনো এরূপ কাজ করবো না।" অতঃপর সেই রহস্যময় লোকটি আমার দৃষ্টির অন্তরাল হয়ে গেলেন এবং পরবর্তীতে আর কখনো দেখিনি। (উয়ুনুল হিকায়াত, ২১২ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকে**র রহমত তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কু-ধারণাও গীবত

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনাটিতে শিক্ষার অসংখ্য মাদানী ফুল খুঁজে পাওয়া যায়, এ থেকে এটাও জানা গেলো, কারো প্রতি কু-ধারণা পোষণ করাও গীবত। অর্থাৎ কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণা অন্তরে পোষণ করা যে, সে এমনই, এটাকে কু-ধারণা বলা হয়, যা হলো অন্তরের গীবত। কারো সাধারন পোশাক ইত্যাদি দেখে তাকে নগন্য ও ভিক্ষুক মনে করা অনেক বড় ভূল। কে জানে, আমরা যাকে নগন্য মনে করছি, হয়তো তিনি কোন মহান নৈকট্যশীল ব্যক্তি। যেমনটি বর্ণিত ঘটনায় প্রকাশ হলো; সেই ছেঁড়া কাপড় পরিহিত লোকটি সাধারন কেউ ছিলো না, **আল্লাহ পাকের** মকবুল বুযুর্গ ছিলেন!

না পুছ উন খিরকে পুশাও কো আকিদত হো তু দেখ উনকো
ইয়াদে বায়যা লিয়ে ফিরতে হে আপনি আস্তিনো মে

(৩১) রহস্যময় হাবশী

উল্লেখিত ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা শুনুন, বর্ণিত আছে; হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই কোমল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সকলকেই নিজের চেয়ে উত্তম মনে করতেন। একদিন দজলা নদীর তীরে এক হাবশীকে মদের বোতলসহ এক মহিলার সাথে দেখলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মনে মনে বললেন: এই মদ্যপায়ী হাবশীও কি আমার চেয়ে উত্তম হতে পারে! এমন সময় একটি নৌকা যাচ্ছিল, যাতে সাতজন যাত্রী ছিলো, হঠাৎ তা পানিতে ডুবে গেলো এবং সাতজন লোক ডুবে গেলো। তা দেখে হাবশী লোকটি নদীতে লাফ দিলো এবং সে একে একে ছয়জন ব্যক্তিকে উদ্ধার করলো,

www.dawateislami.net

অতঃপর আমাকে বললো: সপ্তম লোকটিকে আপনিই উদ্ধার করুন, আমি তো আপনার পরীক্ষা নিচ্ছিলাম যে, আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি আছে কিনা! এটাও শুনে রাখুন! এই মহিলাটি আর কেউ নন বরং আমার মা এবং বোতলে মদ নয়, স্বচ্ছ পানি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বুঝে গেলেন যে, এই হাবশী কোন সাধারণ মানুষ নন বরং আমার সংশোধনের জন্য আসা গায়েবী মনিষী। অতএব তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং দোয়ার প্রার্থনা করলেন, তিনি দোয়া করলেন: **আল্লাহ পাক** আপনাকে অন্তর্দৃষ্টি (অর্থাৎ অন্তর দৃষ্টির আলো) দান করুক। এরপর থেকে তিনি

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আর কখনোই নিজেকে অপরের চেয়ে উত্তম মনে করতেন না, এমন কি একবার কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলেন: কুকুর উত্তম নাকি আপনি? বললেন: যদি আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে যাই তবে আমি উত্তম, অন্যথায় কুকুর আমার মতো অসংখ্য গুনাহগারের চেয়ে উত্তম। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/৪৩) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকয় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম, কোন মুসলমানের ব্যাপারে ঝটপট মতামত প্রকাশ করা উচিৎ নয়, কি জানি যে, আল্লাহ পাকের দরবারে কার মর্যাদা কতটুকু!

নযরে করম খোদারা মেরে সিয়াহ দিল পর
বন জায়েগা ইয়ে দম ভর মে বে বাহা নাগিনা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৯০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩২) হাবশী দোয়া করতেই

হে আশিকানে রাসূল! জানা গেলো, সেই হাবশী কোন আধ্যাত্মিক বুযুর্গ ছিলেন। তাই কারো বাহ্যিক আকার ও আকৃতি এবং পোশাক পরিচ্ছদ দেখে তাকে কখনো ঘৃণা করা উচিত নয়। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক বছর মদীনা মুনাওয়ারায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো, মানুষ সীমাহীন দুর্ভোগে পতিত হলো, একদিন মদীনা বাসীরা ইস্তিস্কা (তথা বৃষ্টি প্রার্থনার নামায) আদায়ের জন্য বের হলো এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও ছিলেন, সবাই কেঁদে কেঁদে দোয়া করলো, কারো দোয়া কবুল হলো না, তখনই দু'টি চাদর পরিহিত এক হাবশী লোক এলো এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে এভাবে আরয করলো: **"ইলাহী!** আমরা গুনাহগার, তুমি আমাদেরকে আদব শিখানোর জন্য পানি বন্ধ করে দিয়েছো, হে **আল্লাহ পাক**! তোমার দয়ায় এক্ষুনি বৃষ্টি বর্ষন করো, এক্ষুনি বৃষ্টি বর্ষন করো, এক্ষুনি বৃষ্টি বর্ষন করো।" মুহূর্তেই ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেলো এবং মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগলো।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেখান থেকে হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আসলেন, তিনি বললেন: কি ব্যাপার, আপনাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে? তিনি হাবশীর দোয়া ও বৃষ্টির ঘটনা জানালেন, তা শুনে হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চিৎকার দিয়ে উঠলেন এবং বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। (ইহইয়াউল উলূম, ১/৪০৮) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

www.dawateislami.net

মুহাব্বত মে আপনি গুমা ইয়া ইলাহী না পাওঁ মে আপনা পাতা ইয়া ইলাহী
তেরে খওফ সে তেরে ডরছে হামেশা মে থরথর রহোঁ কাঁপতা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

(৩৩) পুত্র সন্তান হয়ে গেলো

গীবত করা ও শুনার অভ্যাস ত্যাগ করতে, নামায ও সুন্নাতের অভ্যাস গড়তে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং সফল জীবন যাপনের জন্য ও আখিরাতকে সজ্জিত করার জন্য নেক আমল অনুযায়ী আমল করে প্রতিদিন আমলের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে প্রতি মাসের প্রথম তারিখেই নিজের এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস করুন। মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করারও খুবই সুন্দর বাহার রয়েছে! একজন ইসলামী ভাইয়ের ভাবী "সন্তান সম্ভবা" ছিলো। আল্ট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে জানানো হলো যে, মেয়ে হবে, ভাইজান নিয়্যত করলো, যদি পুত্র সন্তান হয়, তবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলের সুন্নাতের প্রশিক্ষণের তিন দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করবো। اَلْحَمْدُلِلّٰه তার ভাইয়ের ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম নিলো।

নেক আওলাদ কি, দাদ ফরিয়াদ কি খাতির আও চলে, কাফেলে মে চলো
কলব ভি শাদ হো, ঘর ভি আবাদ হো পাওগে রাহাতে, কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

যত বেশি নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশী

হে আশিকানে রাসূল! مَاشَآءَالله ভালো নিয়্যত আর তাও মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফরের سُبْحٰنَ الله! এর কীরূপ বরকত যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه পুত্র সন্তান দ্বারা কোল জুড়িয়ে গেলো! তবে এটা স্মরণ রাখবেন যে, যত বেশি নিয়্যত হবে, সাওয়াবও তত বৃদ্ধি পাবে, অতএব কোন জায়িয উদ্দেশ্য অর্জনের নিয়্যত সহকারে আখিরাতের সাওয়াবের নিয়্যত করা ভূলে যাওয়া উচিৎ নয়। যেমন; যদি শুধুমাত্র পুত্র সন্তান লাভের নিয়্যতে মাদানী কাফেলায় সফর করে তবে মাদানী কাফেলায় সফরের সাওয়াব পাবে না। যদি সাওয়াবের নিয়্যতও থাকে তবে সন্তান না হলেও اِنْ شَآءَ الله সাওয়াব অবশ্যই পাবে। যেমনটি ১৩তম পারা সূরা ইউসূফের ৫৬নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۶﴾

(পারা ১৩, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি সৎকর্ম পরায়নদের শ্রমফল বিনষ্ট করি না।

(৩৪) গীবতকারীকে উপহার

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কেউ বললো: অমুক আপনার গীবত করেছে, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গীবতকারী ব্যক্তির নিকট এক থালা খেজুর পাঠিয়ে দিলেন এবং পাশাপাশি এটাও বলে পাঠিয়েছেন যে, শুনেছি আপনি আমাকে আপনার নেকী সমূহ উপহার দিয়েছেন, তাই আমি এর বিনিময় দেয়া উত্তম মনে করলাম, এজন্যই খেজুর পাঠালাম। (মিনহাজুল আবেদীন, ৬৫ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

গীবতকারীর জন্য মঙ্গলের দোয়া করুন

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ**র অলিগণের رَحِمَهُمُ الله নেকীর দাওয়াত দেয়ার ধরনও কীরূপ অনন্য হয়ে থাকে, যখন যুগশ্রেষ্ঠ অলির পক্ষ থেকে গীবতকারীর নিকট বিনিময় স্বরূপ খেজুরের থালা পৌঁছে যাবে, তখন সে কিরূপ প্রভাবিত! আর এটাও সত্য যে, যার গীবত করা হয় সেই লাভবান হয়ে থাকে, কেননা যে গীবত করেছে তার নেকীসমূহ তার (অর্থাৎ যার গীবত করা হয়েছে তার) আমল নামায স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং যে নেকীসমূহ উপহার স্বরূপ দিয়ে থাকে সে আমাদের একজন হিতাকাঙ্ক্ষীই হলো। অতএব তার প্রতি ক্ষুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে তার জন্য মঙ্গলের দোয়া করা উচিৎ।

জু গীবত সে চুগলি সে রেহতা হে বাচঁ কর মে দেয়তাহু উসকো দোয়ায়ে মদীনা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩৫) আতরের বোতল উপহার

দা'ওয়াতে ইসলামীর একজন মুবাল্লিগের বর্ণনা কিছুটা এমন: আমি জানতে পারলাম যে, অমুক ব্যক্তি মানুষের নিকট আমার গীবত করেছে, আমার হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঘটনাটি জানা ছিলো (যা এখনই অতিবাহিত হয়েছে) তাই তাঁর অনুসরনের নিয়্যতে ঐ ব্যক্তিকে উপহার স্বরূপ "আতরের বোতল" পাঠিয়ে দিলাম এবং যার মাধ্যমে পাঠিয়েছি তাকে আবেদন করলাম যে, উপহার পাঠানোর কারণ বর্ণনা করে তা বুঝিয়ে দিবেন, এতে সুফল বয়ে আনলো। একবার আমরা কয়েকজন ইসলামী ভাই ঘটনাক্রমে সেই গীবত ও সমালোচনাকারী

www.dawateislami.net

ব্যক্তির দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমাদেরকে দেখেই সে তার দোকান থেকে বের হয়ে এলো, স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাক্ষাৎ করলো, ফলের জুস কিংবা অন্য কোন পানীয় দ্বারা আমাদের মেহমানদারী করলো এবং তার দোকানে আমাদেরকে দিয়ে হাত উঠিয়ে বরকতের দোয়াও করালো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه

তু পিছে না হটনা কভী এ্যয় পেয়ারে মুবাল্লিগ!
শয়তান কে হার ওয়ার কো নাকাম বানা দেয়

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩৬) মাদানী মুন্না (ছোট ছেলে) প্রাণে বেঁচে গেলো

গীবত করার ও শুনার অভ্যাস ত্যাগ করতে, নামায ও সুন্নাতের অভ্যাস গড়তে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং সফল জীবন যাপন ও আখিরাত সজ্জিত করার জন্য নেক আমল অনুযায়ী আমল করে প্রতিদিন আমলের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে প্রতি মাসের প্রথম তারিখেই নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে নিন। হায়দারাবাদের ইসলামী ভাইয়ের পাঁচ মাস বয়সী মাদানী মুন্না (ছোট ছেলে) লাগাতার অসুস্থ থাকতো। হায়দারাবাদের প্রায় সকল বড় বড় হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হলো, যখন জামসুর হাসপাতালে "লিভার স্কেন" করানো হলো তখন জানা গেলো, শিশুটির যকৃত ও পাকস্থলীর সংযোগ অন্ত্রটি নেই। প্রধান ডাক্তার বললো: এর অপারেশন করতে হবে কিন্তু তাতে সফলতার সম্ভাবনা খুব কম। রমযানুল মোবারকে সে করাচী

www.dawateislami.net

পৌঁছে গেলো এবং অপারেশনের জন্য মাদানী মুন্নাকে (ছোট ছেলেকে) N.I.C.H. হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিলো। শনিবার মাদানী মুন্নার (ছোট ছেলেটির) অপারেশন হলো, তখন ডাক্তারেরা জানালেন যে, তার তো কানেকশনও নেই, পিত্তও নেই এবং যকৃতও খুবই দূর্বল, যা শুধুমাত্র ২৫ ভাগই কাজ করছে, এই শিশুর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। পরবর্তী শনিবার তার আরেকটি অপারেশনের দিন ধার্য্য করা হলো, সেই ইসলামী ভাই অপারেশনের একদিন পূর্বে অর্থাৎ শুক্রবার মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরে রওয়ানা হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে এসে জানতে পারলো যে, তার মাদানী মুন্নার (ছোট ছেলের) অপারেশন সফল হয়েছে, তবে তাকে দুধ দেয়া যাচ্ছে না এবং তার প্রস্রাবের সাথে রক্ত বের হচ্ছিলো। সে পরবর্তী সপ্তাহে আবার মাদানী কাফেলায় সফরে রওয়ানা হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলায় সফরকালীন সময়েই পরিবারের সদস্যরা ফোনে জানালো যে, প্রস্রাবের সাথে রক্ত আসাও বন্ধ হয়ে গেছে এবং সে দুধ পান করাও শুরু করে দিয়েছে। সে রবিবার মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে এলো এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه পরদিন অর্থাৎ সোমবার শরীফ হাসপাতাল থেকে রিলিজও পেয়ে গেলো আর সে মুন্নাকে (ছোট ছেলেকে) বাড়িতে নিয়ে আসলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী কাফেলার বরকতে তার মাদানী মুন্না (ছোট ছেলে) একেবারে সুস্থ হয়ে গেলো। **আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশকে নিরাপদ রাখুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বাচ্চা বিমার হে, বাপ বেযার হে গমকে সায়ে ঢলে, কাফেলে মে চলো
গম চলে যায়েঙ্গে, দিন ভালে আয়েঙ্গে ছবর সে কাম লে, কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৩৭) পনের বছর ধরে রোগে আক্রান্ত মহিলার ঈমান সতেজকারী সুস্থতা লাভ

হে আশিকানে রাসূল! আপনার দেখলেন তো! মাদানী কাফেলার বরকতে অসম্পূর্ণ শিশু শুধু বেঁচেই গেলো না বরং সুস্থও হয়ে গেলো। এসব কিছু **আল্লাহ পাকের** কুদরতের বহিঃপ্রকাশ, নিঃসন্দেহে **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের উপর **আল্লাহ পাকের** অনেক দয়া রয়েছে। নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** ইচ্ছে করলে যতবড় কঠিন সমস্যাই হোক না কেনো, মুহুর্তেই সমাধান হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন এবং আন্দোলিত হোন। বাগদাদ শরীফে এক আলাভী বালিকা বাস করতো, সে পনের বছর যাবৎ পঙ্গু ছিলো, একরাতে সে ঘুম থেকে উঠলো, তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলো, এখন সে উঠে বসতেও পারছে এবং দাঁড়াতেও পারছে, তাকে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললো: এক রাতে আমি খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, আমি **আল্লাহ পাকের** নিকট দোয় প্রার্থনা করলাম যে, হয়তো তুমি এই বিপদ থেকে মুক্তি দাও নতুবা মৃত্যু দিয়ে দাও আর অনেক কান্না করলাম। স্বপ্নে দেখলাম যে, একজন বুযুর্গ আমার পাশে আসলেন, আমি কেঁপে উঠলাম ও আমি বললাম: আপনার কি এভাবে আমার নিকট আসাটা জায়িয? তিনি বললেন: আমি তোমার পিতা। আমি মনে করলাম যে, সম্ভবত আমার প্রপিতামহ হযরত আমীরুল মুমিনীন আলীউল মরতুদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। আমি আরয করলাম: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি আমার অবস্থা দেখছেন না? তিনি বললেন: আমি তোমার পিতা **মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)। আমি কেঁদে কেঁদে আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাকের** নিকট

www.dawateislami.net

আমার আরোগ্য লাভের জন্য দোয়া করে দিন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** উভয় ওষ্ঠদ্বয় নাড়লেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: তোমার হাত দাও। আমি আমার হাত প্রসারিত করলাম তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা ধরে টান দিলেন এবং আমাকে বসিয়ে দিলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ**র নাম নিয়ে দাঁড়িয়ে যাও। আমি আরয করলাম: আমি কিভাবে দাঁড়াবো, আমি তো পঙ্গু! ইরশাদ করলেন: তোমার উভয় হাত দাও। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয় হাত ধরে টান দিলেন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এভাবে তিনবার করলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: দাঁড়াও, **আল্লাহ পাক** তোমাকে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করেছেন, তুমি **তাঁর** প্রশংসা করো এবং **তাঁকে** ভয় করো। অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং তাশরীফ নিয়ে গেলেন। যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন সম্পূর্ণ সুস্থতা অনুভব করলাম। তার এ ঘটনাটি বাগদাদ শরীফে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। **(মিসবাহুয যালাম ফিল মুস্তাগিছিন বেখাইরিল আনাম, ১৫৩ পৃষ্ঠা)**

সরে বালি উনহে রহমত কি আদা লায়ি হে হাল বিগড়া হে তো বিমার কি বন আয়ি হে

(৩৮) লম্বা কালো ব্যক্তি

হযরত খালেদ রাবায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি জামে মসজিদে বসে ছিলাম হঠাৎ কিছুলোক এক ব্যক্তির গীবত করতে লাগলো, আমি তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করলাম, তখন গীবত থেকে বিরত হয়ে অন্য প্রসঙ্গে ফিরে গেলো, কিছুক্ষণ পর পুনরায় সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বলতে শুরু করলো, এবার আমিও কিছুক্ষণের জন্য তাদের কথাবার্তায় শরীক হয়ে গেলাম। রাতে স্বপ্নে দেখলাম, একজন লম্বা কালো ব্যক্তি থালা ভরে শুকরের মাংসের টুকরো নিয়ে এলো ও বলতে লাগলো: খাও। আমি

www.dawateislami.net

বললাম: আমি.... আমি.... আমি কেন "শুকরের মাংস" খাবো? **আল্লাহ**র শপথ! আমি খাবোনা। সে আমাকে কঠোরভাবে ধমকালো ও বললো: তুমি তো এর চেয়েও নিকৃষ্ট জিনিস খেয়েছো (তথা গীবত করেছো)। একথা বলে সে আমার ঘাড় ধরলো এবং শুকরের মাংস যা থেকে রক্ত ঝরছিলো আমার মুখে পুরে দিলো এক পর্যায়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। **আল্লাহ**র শপথ! ৩০দিন পর্যন্ত আমি এর দুর্গন্ধ অনুভব করেছি এবং যখনই আমি খাবার খেতাম তখন তাতে শুকরের মংসের স্বাদ অনুভব করতাম।

(যম্মূল গীবাতি লিইবনে আবিদ দুনিয়া, ৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৩)

(৩৯) আমরদের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার সাথেসাথেই গায়েবী শাস্তি

হে আশিকানে রাসূল! এই বুযুর্গ ভাগ্যবান ছিলেন যে, তাঁকে নশ্বর দুনিয়াতেই স্বপ্নের মাধ্যমে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিলো। হায়! আমাদের কি হবে! আফসোস! আমরা তো জানিই না কতজনের গীবত করেছি এবং শুনেছি। **আল্লাহ পাক** আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের অপদস্থতা থেকে রক্ষা করো, অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে যে, গুনাহ করার সাথেসাথেই শাস্তি পেয়ে যায় এবং খুবই অপমানিত ও অপদস্থ হতে হয়। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৮৫৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'জাহান্নামে লে জানে ওয়ালে আমাল'** এর ৬৪৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: অনেকে আমরদের (অর্থাৎ সুদর্শন বালক) প্রতি কামভাব সহকারে এবং মহিলাদের দেখার কারণে তাদের চক্ষু ঝুলে গালে এসে গিয়েছিলো! অনেকে যখনই নিজের হাত কোন মহিলার হাতে রাখলো, তখন উভয়ের হাত লেগে গেলো এবং খুবই অপমানিত হলো, লোকেরা তাদের পৃথক করতে বিফল হয়ে গেলো, এমনকি কতিপয় ওলামায়ে

www.dawateislami.net

কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام তাদের নির্দেশনা দিলেন যে, সত্য অন্তরে তাওবা করো এবং প্রতিজ্ঞা করো যে, ভবিষ্যতে এরূপ ঘৃণ্য আচরণ কখনোই করবে না। যখন তারা এরূপ করলো, তখন **আল্লাহ পাক** তাদের মুক্তি দান করলেন। এই কিতাবের লিখক হযরত আল্লামা ইবনে হাজর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অনুরূপ আমার এক পরিচিতি ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ঘটেছিলো, যে কিনা স্বাস্থ্যবান ও সুশ্রী ছিলো, সে গুনাহ করেছিলো তাও কিরূপ পবিত্র জায়গায়! মসজিদুল হারামের ভিতর তাও হাজরে আসওয়াদের পাশে, তার উপর শয়তান ভর করলো আর সে এক মহিলাকে চুম্বন করলো! সাথেসাথেই **আল্লাহ**র কহর ও গজবের বিদ্যুৎ নিক্ষিপ্ত হলো এবং তার চেহারা সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে গেলো, সমস্ত শরীর বিভৎস হয়ে গেলো, জ্ঞান লোপ পেলো এবং আওয়াজও খারাপ হয়ে গেলো, মোটকথা সম্পূর্ণ শিক্ষণীয় হয়ে গেলো। আমরা বিকৃত হওয়া থেকে **আল্লাহ**র আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং **আল্লাহ পাকে**র নিকট আবেদন করছি যে, **তিনি** যেনো মৃত্যু অবধি পরীক্ষা থেকে রক্ষা করেন, নিঃসন্দেহে **তিনি** অত্যধিক দয়ালু ও পরম করুনাময়।

গুনাহোঁ নে কহি কা ভি না ছোড়া করম মুঝ পর হাবীবে কিবরিয়া হো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

(৪০) লিফটের পাখা

হে আশিকানে রাসূল! নিঃসন্দেহে নিজের জিনিসের দূর্নাম শুনা কারো কাছে ভালো লাগে না এ প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনা সংক্ষেপে আরয করছি: প্রচন্ড গরমের দিন ছিলো, আমরা কয়েকজন ইসলামী ভাই কারো ঘর থেকে খাবার খেয়ে বের হলাম এবং লিফটে উঠলাম, তখন

www.dawateislami.net

গরম হাওয়া অনুভব হলো। একজন বললো: পাখা চালু করা আছে। আরেকজন বললো: অমুক ভাড়াটিয়া ইসলামী ভাইয়ের বিল্ডিংয়ের লিফট তো ইয়ার কন্ডিশন্ড। তখন আমাদের মেজবান যে এই বিল্ডিংয়ের একটি ফ্লাটের ভাড়াটিয়া ছিলো সে বলে উঠলো: "এ বিল্ডিংটি অনেক পুরোনো।" সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ তৃতীয়জনকে বললাম: এটা বলুন তো যে, আপনার এই কথাটি "এ বিল্ডিংটি অনেক পুরোনো" কথাটি শুনে বিল্ডিংয়ের মালিক কি আনন্দে উল্লাসিত হবেন না কি মনে কষ্ট পাবেন? এ কথায় সে আফসোস করলো যে, আসলেই জানার পর তিনি মনে কষ্ট পাবেন। অতঃপর আমার কথার সমর্থনে তিনি একটি ঘটনা শুনালেন যে, আমার নিকট একটি পুরোনো কার (গাড়ি) ছিলো, একবার আমার নির্ভীক বন্ধু বললো: "বন্ধু! কারটিকে অবসর তো দাও!" তার এ কথা আমার মনে প্রচন্ড আঘাত দিয়েছিলো এবং আমি সেইটি ব্যবহার করাই ছেড়ে দিলাম এবং এক বন্ধুর গ্যারেজে ফেলে রাখলাম। দীর্ঘদিন যাবৎ তা সেখানে পড়ে রইলো, বিক্রি করতেও মনে চাইছিলো না, কেননা এর সাথে আমার কিছু বরকতময় ঘটনাবলী বিজড়িত আছে। যে সমস্ত ইসলামী ভাই আলোচনায় ছিলো সবাই اَلْحَمْدُ لِلّٰه গীবত করা ও শুনা থেকে তাওবা করে নিলো।

দোষ বর্ণনা করা গীবত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে

হে ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে ভালভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে, অনর্থক কথাবার্তা কত বিপজ্জনক হয়ে থাকে যে, গীবতও হয়ে যায়, আর খেয়ালও থাকে না! এই ঘটনায় একটি নয় কমপক্ষে দু'টি গীবত করা হয়েছে, একটি হচ্ছে, "এ বিল্ডিংটি অনেক পুরোনো" এবং এর পূর্বে বলা কথা যে "এই লিফটে তো শুধুমাত্র পাখা

www.dawateislami.net

আছে আর অমুকের লিফটে এসি লাগানো আছে।" যদি এই কথাটিও বিল্ডিংয়ের মালিক শুনতে পায়, তবে তিনি মনে কষ্ট পাবেন। অতএব এটাও গীবত। এখানে এখানে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যে, যদি কোন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করার কোন সঠিক কারণ থাকে, যেমন; বিল্ডিংয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়ার ছিলো এবং এ প্রসঙ্গে এই আলোচনা হলো যে, এই বিল্ডিংটিও পুরোনো এবং লিফটেও শুধুমাত্র পাখা আছে, অমুকের বিল্ডিংটা এর চেয়ে ভাল, কেননা এর লিফটেও এসি আছে, চলো সেখানেই ফ্ল্যাট বুক করি। তবে তা গুনাহে ভরা গীবত নয়। যদি কোন সঠিক কারণ নিহিত না থাকে, ব্যস এমনিতেই কারো দোষ-ত্রুটি বা তার কোন জিনিসের দোষ-ত্রুটি তার অনুপস্থিতিতে বর্ণনা করা, যেমনটি আজকাল আমাদের অনেকের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তবে তা অবশ্যই গুনাহে ভরা গীবত এবং উল্লেখিত ঘটনায়ও শুধুমাত্র অযথা বকবক করতে গিয়ে সঠিক কোন কারণ ব্যতীত বিল্ডিংয়ের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব এই দু'টি কথাই গুনাহে ভরা গীবত হিসাবে গণ্য হবে।

আত্তারের দোয়া

হে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **প্রতিপালক!** আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করো, হে **আল্লাহ পাক**! আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করো, হে **আল্লাহ পাক**! আমাদেরকে গীবত, চুগলি, অপবাদ, কুধারণা, মনে কষ্ট প্রদান এবং সব ধরনের গুনাহ থেকে রক্ষা করো, হে **দয়ালূ আল্লাহ**! আমাদেরকে নিষ্ঠাবান নামাযী ও সুন্নাতের অনুসারী, নেক আমলের উপর আমলকারী এবং মাদানী কাফেলার মুসাফির বানাও। হে **আল্লাহ পাক**! আমাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে স্থায়ীত্ব দান করো। হে

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক! আমাদের **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতদের ক্ষমা করো।

খোদায়া আজল আ'কে সরপর কাড়ি হে
মুসলমাঁ হে আত্তার তেরি আতা সে

দিখা জলওয়ায়ে মুস্তফা ইয়া ইলাহী
হো ঈমান পর খাতিমা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫, ১০৬ পৃষ্ঠা)

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সুধারণা ইবাদত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ

অর্থাৎ সুধারণা করা উত্তম ইবাদত সমূহের অন্যতম।

(আবু দাউদ, ৪/৩৮৮, হাদীস: ৪৯৯৩)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীস সম্পর্কে লিখেন: অর্থাৎ মুসলমানদের সম্পর্কে সুধারণা করা, তাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা না করাও উত্তম ইবাদত সমূহের মধ্যে একটি ইবাদত।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬২১)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net